"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞান হলো মাখন আর ভক্তি হলো ঘোল। বাবা তোমাদেরকে জ্ঞান রূপী মাখন প্রদান করে বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন। সেইজন্য কৃষ্ণের মুখে মাখন দেখানো হয়"

*প্রশ্নঃ - নিশ্চয়বুদ্ধি পরখ (লক্ষণ) কি কি? নিশ্চয়ের আধারে কি কি প্রাপ্ত হয়ে থাকে?

*উত্তরঃ - ১ ) নিশ্চয়বুদ্ধি বাচ্চারা বহ্নি শিখায় সমর্পিত সত্যিকারের বহ্নিপতঙ্গ হবে, ওরা কেবল আশেপাশে ঘুরবে না। যারা বহ্নি শিখায় সমর্পিত হয়ে যায়, তারাই রাজত্বে আসে। যারা কেবল ঘোরাঘুরি করে তারা প্রজাততে চলে যায়। ২) নিশ্চয়বুদ্ধি সম্পন্ন বাচ্চারাই প্রতিজ্ঞা করে যে - চরম প্রতিকূল পরিস্থিতেও আমি আমার ধর্মকে ত্যাগ করবো না। ওরা সত্যিকারের প্রীত বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে দেহ এবং দেহের সকল ধর্মকে ভুলে কেবল বাবাকেই স্মরণ করে।

*গীতঃ- ওই আকাশ সিংহাসন ছেড়ে নেমে এসো....

ওম্ শান্তি । ভগবানুবাচ। ভগবান বলা হয় নিরাকার পরমপিতাকে। ভগবানুবাচ কে বলেছেন? সেই নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। নিরাকার বাবা উপবিষ্ট হয়ে নিরাকার আত্মাদেরকে বোঝাচ্ছেন। নিরাকার আত্মারা এই শরীর রূপী কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা শোনে। আত্মাকে মেল কিংবা ফিমেল বলা যাবে না, আত্মাকে আত্মা-ই বলা হয়। স্বয়ং আত্মা-ই এই অরগ্যান্সের দ্বারা বলে - আমি এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করি। সকল মানুষ-ই হলই ব্রাদার্স । যখন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা-র সন্তান সকলে, সেই হিসেবে সবাই পরস্পর হলো ভাই-ভাই। আর প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হিসাবে আমরা সবাই ভাই-বোন। এটাই সর্বদা সবাইকে বোঝাতে থাকো। ভগবান হলেন রক্ষক। তিনি ভক্তদেরকে ভক্তির ফল প্রদান করেন ।

বাবা বোঝাচ্ছেন, কেবল আমিই হলাম সকলের সদগতি দাতা। সকলকে শিক্ষক রূপে শ্রীমৎ দিই এবং সকলের সদগুরুও আমি। তাঁর কোনো বাবা, টিচার, কিংবা সদ্গুরু নেই। প্রাচীন ভারতের রাজযোগ তো কেবল এই বাবা-ই শেখান, কৃষ্ণ শেখায় না। কৃষ্ণকে বাবা বলা হয় না। তাকে দিব্যগুণধারী স্বর্গের রাজকুমার বলা হয়। পতিত-পাবন সদগতিদাতা তো একজনকেই বলা হয়। এখন তো সকলেই দুঃখী, ভ্রষ্টাচারী এবং পাপী আত্মা। এই ভারতই সত্যযুগে দিব্য এবং শ্রেষ্ঠাচারী ছিল। তারপর এটাই ভ্রষ্টাচারী আসুরিক রাজ্য হয়ে যায়। তখন সবাই বলে - হে পতিত-পাবন, তুমি এসে রামরাজ্য স্থাপন কর। সুতরাং এখন এটা হল রাবণরাজ্য। যদিও রাবণকে দহন করা হয়, কিন্তু কোনো বিদ্বান, আচার্য, পন্ডিত রাবণকে জানে না। সত্য থেকে ত্রেতাযুগ পর্যন্ত রামরাজ্য আর দ্বাপর থেকে কলিযুগ পর্যন্ত রাবণরাজ্য। ব্রহ্মার দিন অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের দিন এবং ব্রহ্মার রাত অর্থাৎ বি.কে.দের রাত। এখন রাত শেষ হয়ে দিন আসছে। বিনাশ কালে বিপরীত (প্রীতিহীন) বুদ্ধির গায়ন রয়েছে। তিন রকমের সৈন্য রয়েছে। পরমপিতাকে মোস্ট বিলাভড্ গড ফাদার, ওশান অফ নলেজ ইত্যাদি বলা হয়। তাহলে তিনি অবশ্যই নলেজ দেবেন। তিনি হলেন সৃষ্টির চৈতন্য বীজ। সুপ্রিম সোল অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান। তবে তিনি সর্বব্যাপী নন। সর্বব্যাপী বললে তো তাঁর নিন্দা করা হয়। বাবা বলছেন, গ্লানি করতে করতে ধর্মগ্লানি হয়ে গেছে এবং ভারত কাঙাল, ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছে। এইরকম সময়েই আমাকে আসতে হয়। এই ভারতই হল আমার বার্থ প্লেস (জন্মভূমি)। সোমনাথের মন্দির, শিবের মন্দির সব এখানেই রয়েছে। আমি আমার জন্মভূমিটাকেই স্বর্গ বানাই। তারপর রাবণ নরক বানায়। অর্থাৎ রাবণের মত অনুসারে চলে নরকবাসী, আসুরিক সম্প্রদায় হয়ে গেছে। তারপর আমি তাদেরকে পরিবর্তন করে শ্রেষ্ঠাচারী দৈব সম্প্রদায় বানাই। এটা হল বিষয় সাগর, ওটা হল ক্ষীর সাগর। ওখানে সর্বদা ঘিয়ের নদী বইত। সত্য এবং ত্রেতাযুগে ভারত সর্বদা সুখী এবং সলভেন্ট (সম্পত্তিবান) ছিল, হীরে-মানিকের মহল ছিল। এখন তো ভারত ১০০ শতাংশ ইনসালভেন্ট (দেউলিয়া) হয়ে গেছে। আমি এসেই ১০০ শতাংশ সলভেন্ট এবং শ্রেষ্ঠাচারী বানাই। এখন তো এতটাই ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছে যে নিজের দিব্য-ধর্মটাকেই ভুলে গেছে।

এখন বাবা বসে থেকে বোঝাচ্ছেন যে ভক্তিমার্গ হলো ঘোল আর জ্ঞানমার্গ হলো মাখন। কৃষ্ণের মুখেই মাখন দেখানো হয়। অর্থাৎ সে নিশ্চয়ই বিশ্বের রাজা ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণ বিশ্বের মালিক ছিল। বাবা এসে অসীমিতের উত্তরাধিকার দেন অর্থাৎ বিশ্বের মালিক বানান। কিন্তু নিজে মালিক হন না। যদি মালিক হই, তাহলে তো মায়ার কাছে পরাজিত হতেই হবে। মায়ার কাছে তোমরাই পরাজিত হও এবং তোমরাই আবার বিজয় লাভ করো। এই দুনিয়া ৫ বিকারের মধ্যে ফেঁসে

আছে। আমি এখন তোমাদেরকে মন্দিরে থাকার যোগ্য বানাচ্ছি। সত্যযুগ হলো অনেক বড় মন্দির। তাকে শিবালয় বলা হয়। অর্থাৎ শিববাবার দ্বারা স্থাপিত স্থান। কলিযুগকে বেশ্যালয় বলা হয়, এখানে সবাই বিকারী। বাবা এখন বলছেন, দেহের সকল ধর্ম ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। তোমাদের মতো বাচ্চাদের এখন বাবার সাথে প্রীতি রয়েছে। তোমরা আর অন্য কাউকে স্মরণ করো না। বিনাশকালে তোমারা প্রীত বুদ্ধি সম্পন্ন। তোমরা জানো যে পরমপিতা পরমাত্মাকেই শ্রী শ্রী ১০৮ বলা হয়। ১০৮ এর মালাও জপ করা হয়। উপরে রয়েছেন শিববাবা। তারপর মাতা-পিতা অর্থাৎ ব্রহ্মা-সরস্বতী, তারপর আরো অনেক সন্তান যারা ভারতকে পবিত্র বানায়। রুদ্রাক্ষ মালার গায়ন রয়েছে। রুদ্র যজ্ঞও বলা হয়। এটা অনেক বড় রাজস্ব অশ্বমেধ অবিনাশী যজ্ঞ। অনেক বছর ধরে চলছে। যত ধর্ম ইত্যাদি রয়েছে সব এই যজ্ঞে বিনাশ হয়ে যাবে। তবেই এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে। এ হলো অবিনাশী বাবার অবিনাশী যজ্ঞ। এতে সবকিছু স্বাহা হয়ে যাবে। অনেকে জিজ্ঞেস করে যে বিনাশ কবে হবে। আরে, যে স্থাপন করে তাকে তো আবার পালনও করতে হয়। এটা হলো শিববাবার রথ। শিববাবা এই রথের সারথি। এছাড়া আর কোনো ঘোড়া গাড়ির ব্যাপার নেই। ওরা তো বসে বসে ভক্তিমার্গের বিভিন্ন জিনিস বানিয়েছে। বাবা বলেন, আমি এই প্রকৃতিকে আধার নিয়ে থাকি।

বাবা বোঝাচ্ছেন, প্রথমে অব্যভিচারী ভক্তি ছিল, পরে কলিযুগের অন্তিমে একেবারে ব্যভিচারী হয়ে গেছে। তারপর বাবা এসে মাখন প্রদান করেন। কিন্তু রাবণরাজ্যে আবার ঘোল শুরু হয়ে যায়। এইগুলো সব বোঝার বিষয়। নুতন বাচ্চারা তো এইসব বিষয় বুঝবে না। পরমপিতা পরমাত্মাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। বাবা বলছেন, এই ভক্তিমার্গের দ্বারা কেউই আমাকে পায় না। আমি যখন আসি, তখনই আমি ভক্তদের ভক্তির ফল দিই। আমি লিবারেটার (মুক্তিদাতা) হয়ে সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে শান্তিধাম এবং সুখধামে নিয়ে যাই। নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ন্তী, সংশয়বুদ্ধি বিনাশন্তী। বাবা হলেন জ্যোতি। কোনো কোনো পতঙ্গ তাতে সম্পূর্ণ অর্পিত হয়ে যায়, কেউ কেউ আবার তার চারপাশে ঘোরাঘুরি করে চলে যায়। কিছুই বুঝতে পারে না। যেসব বাচ্চারা অর্পিত হয়ে যায়, তারাই বুঝতে পারে যে আমরা বরাবর বেহদের বাবার কাছ থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার পাই। যারা কেবল ঘোরাঘুরি করে চলে যায়, তারা তো ক্রমানুসারে প্রজা হবে। যারা অর্পিত হয়ে যায়, তারাই ক্রমানুসারে উত্তরাধিকার পায়। পুরুষার্থের দ্বারা-ই প্রাপ্তি হয়। কেবল বাবা-ই হলেন জ্ঞানের সাগর। এরপর এই জ্ঞান লুপ্তপ্রায় হয়ে যাবে এবং তোমাদের সদগতি হয়ে যাবে। সত্য কিংবা ত্রেতাযুগে কোনো গুরু-গোসাই থাকবে না। এখন সবাই সেই বাবাকে স্মরণ করে। কারণ তিনি হলেন ওশান অফ নলেজ। তিনি সকলের সদগতি করেন। তারপর হাহাকার বন্ধ হয়ে জয়জয়কার হয়ে যাবে। তোমরা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জানো। তাই তোমরা এখন ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী হয়েছ। তোমরা এখন রচনা এবং রচয়িতার সমস্ত জ্ঞান শুনছ। এইগুলো কোনো সংশয়পূর্ণ কথা নয়। গীতা আসলে ভগবানের গাওয়া। কিন্তু এতে কৃষ্ণের নাম দিয়ে খন্ডন করে দিয়েছে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে এখন সকলের কল্যাণ করতে হবে। তোমরা হলে শিবশক্তি সেনা। বন্দে মাতরম্ গান করা হয়। বন্দনা তো কেবল পবিত্র আত্মার করা হয়। কন্যা পবিত্র হওয়ায় সবাই তার বন্দনা করে। কিন্তু শ্বশুর গৃহে গিয়ে যখন বিকারী হয়ে যায় তখন সে সকলের কাছে মাথা নত করে। সবকিছু পবিত্রতার ওপরেই নির্ভরশীল। ভারতে পবিত্র গৃহস্থ ধর্ম ছিল। এখন অপবিত্র গৃহস্থ ধর্ম রয়েছে। কেবল দুঃখ আর দুঃখ। সত্যযুগে এইরকম হয় না। বাবা বাচ্চাদের জন্য হাতে করে স্বর্গ নিয়ে এসেছেন। ঘর-গৃহস্থে থেকেও বাবার কাছ থেকে জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার নিতে পারো। বাড়ি ঘর ত্যাগ করার কোনো ব্যাপার নেই। সন্ন্যাসীদের নিবৃত্তিমার্গ একেবারে আলাদা। এখন বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে - বাবা, আমি পবিত্র হয়ে অবশ্যই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হব। এরপর চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ধর্ম ত্যাগ করা যাবে না। ৫ বিকারকে দান করলেই মায়ার গ্রহণ কেটে যাবে এবং ১৬ কলা সম্পূর্ণ হবে। সত্যযুগে তো সবাই ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী...। এখন শ্রীমৎ অনুসারে চলে পুনরায় সেইরকম হতে হবে।

ভগবান হলেন দীননাথ। ধনী ব্যক্তি এই জ্ঞান বুঝতে পারবে না। কারণ ওরা মনে করে যে আমার তো অনেক সম্পত্তি রয়েছে, আমি তো স্বর্গেই রয়েছি। তাই যারা অবলা, অবোধ তারাই এই জ্ঞানকে নিয়ে থাকে। ভারত এখন গরিব। এদের মধ্যেও যারা গরিব এবং সাধারণ, তাদেরকেই বাবা আপন সন্তান বানান। ওদের ভাগ্যেই রয়েছে। সুদামার উদাহরণ কথিত আছে। ধনী ব্যক্তিদের তো বোঝার মতো সময়ই নেই। ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের (ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি) কাছে কন্যারা গিয়ে বলতো যে অসীম জগতের বাবাকে জানলে আপনি হিরেতুল্য হয়ে যাবেন, আপনি ৭ দিনের কোর্স করুন। তিনি বলতেন, এটা তো খুবই ভালো কথা, কিন্তু রিটায়ার হওয়ার পরে করবো। আর রিটায়ার হওয়ার পরে বলতেন, আমার শরীর খারাপ। বড় বড় ব্যক্তিদের সময়ই থাকে না। আগে ৭ দিনের কোর্স করলে তবেই নারায়ণী নেশা আসবে। এমনি এমনি তো হবে না। ৭ দিনের পরেই বোঝা যায় যে এই ব্যক্তি যোগ্য কি না। যদি যোগ্য হয়, তাহলে পুরুষার্থ করে

পড়াশুনা করতে লেগে যাবে। যতক্ষণ না এই ভাট্টিতে পাকাপাকি ভাবে রঙ লাগছে, ততক্ষণ বাইরে গেলেই রঙ একেবারে মিলিয়ে যায়। তাই পাকাপাকি ভাবে রঙ লাগাতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-*

১ ) শিবশক্তি হয়ে বিশ্বের কল্যাণ করতে হবে। পবিত্রতার আধারে কড়িতুল্য মানুষদেরকে হিরেতুল্য বানাতে হবে।

২ ) শ্রীমতে চলে বিকার গুলির দান করে সম্পূর্ণ নির্বিকারী ১৬ কলা সম্পূর্ণ হতে হবে। বহ্নি শিখার উপরে সমর্পিত বহ্নিপতঙ্গ হতে হবে।

*বরদানঃ-* পরিস্থিতি গুলিকে সাইড সীন মনে করে অতিক্রমকারী স্মৃতি স্বরূপ সমর্থ আত্মা ভব

স্মৃতি স্বরূপ আত্মা সমর্থ হওয়ার কারণে পরিস্থিতিকে খেলা মনে করে। যত বড় পরিস্থিতিই হোক না কেন সমর্থ আত্মার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এই পরিস্থিতি গুলি সব পথের সাইড সীন। লোকেরা পয়সা খরচ করে সাইড সীন দেখতে যায়। সুতরাং স্মৃতি স্বরূপ সমর্থ আত্মার জন্য পরিস্থিতি বলো, পেপার বলো, বিঘ্ন বলো সব সাইড সীন। আর স্মৃতিতে আছে যে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সাইড সীন অসংখ্য বার অতিক্রম করে এসেছি, নাথিং নিউ।

*স্লোগানঃ-* অন্যদের কারেকশন করার পরিবর্তে বাবার সাথে কানেকশন জুড়ে নাও তাহলেই বরদানের অনুভূতি হতে থাকবে।

মাতেশ্বরীজীর মধুর মহাবাক্য :-

“কেবল ‘ওম্’ শব্দ উচ্চারণ করে কোনো লাভ নেই”

ওম্ শব্দকে বারবার উচ্চারণ করা মানে ওম্ জপ করা। যে সময় ওম্ শব্দ উচ্চারণ করছো, তো ওম্ এর অর্থ এটা নয় যে কেবল ওম্ এর উচ্চারণ করো। কেবল ওম্ শব্দ উচ্চারণ করলে জীবনে কোনো লাভ হয় না। ওম্ শব্দের অর্থ স্বরূপে স্থির হলে, ওম্ শব্দের অর্থকে জানলেই মানুষ শান্তি প্রাপ্ত করে। মানুষ তো অবশ্যই চায় যে আমি শান্তি পাই। শান্তি স্থাপনের জন্য অনেক সম্মেলনও করে। কিন্তু তার রেজাল্ট এমন হয় যেটা আরো দুঃখ এবং অশান্তির কারন হয়ে যায়। এর প্রধান কারণ এটাই যে মনুষ্যাত্মা যতক্ষণ না ৫ বিকারকে নষ্ট করছে, ততক্ষণ দুনিয়ায় কখনোই শান্তি স্থাপন হবে না। সুতরাং প্রত্যেক মানুষকে আগে নিজের ৫ বিকারকে বশীভূত করতে হবে এবং পরমাত্মার সাথে নিজের অর্থাৎ আত্মার সংযোগ স্থাপন করতে হবে। তাহলেই শান্তি স্থাপন হবে। তাই মানুষ নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করুক যে আমি কি আমার পাঁচ বিকারকে নষ্ট করেছি? ওদের ওপরে বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করেছি? যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে আমি আমার ৫ বিকারকে কিভাবে বশ করব, তখন তাদেরকে বলা হয় যে প্রথমে জ্ঞান এবং যোগের ধূপ জ্বালাও। সেই সঙ্গে পরমপিতা পরমাত্মার মহাবাক্য হল - আমার সাথে বুদ্ধি যুক্ত করে, আমার শক্তি নিয়ে আমাকে অর্থাৎ সর্বশক্তিমান প্রভুকে স্মরণ করলে বিকারগুলো ক্রমশঃ দূর হতে থাকবে। এখন এতখানি সাধনা চাই যে, স্বয়ং পরমাত্মা এসে আমাদেরকে এসে শেখাচ্ছেন। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;